যুগান্তর

11 SEP 2013

রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও ৭ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারের শেষ সময়ে ফের অনুমোদন পেল আরও সাতটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার শেষ বিকালে নতুন ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আগেরগুলোর মতো এবারও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনৈতিক বিবেচনায়ই অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে বর্তমান সরকারের আমলে মোট ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেল। আর এ নিয়ে বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ৭৮টিতে।

নতুন অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে— ঢাকায় ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা হিসেবে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরসম্পর্কের চাচা ও বীমা ব্যবসায়ী শেখ কবির হোসেন। রাজশাহীতে নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, এর ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক

বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয় : রাজনৈতিক বিবেচনায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ড. আবদুল খালেকের স্ত্রী অধ্যাপক রাশেদা খালেক। রাজশাহীতে প্রস্তাবিত কিন্তু ঝালকাঠিতে স্থাপনের অনুমোদনের শর্তে দেয়া হয়েছে গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। এটা পেয়েছেন সৈয়দা আঞ্জুমান আরা বানু। টাঙ্গাইলের কুমুদিনী ট্রাস্টের রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি অবশ্য নারায়ণগঞ্জে স্থাপনের কথা শোনা যাচ্ছে। জামালপুরে শেখ ফজিলাতুননেছা ইউনিভার্সিটি। এটির প্রস্তাবক জাতীয় সংসদের হুইপ ও যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম। কক্সবাজারে দেয়া হয়েছে 'কক্স ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'। কাগজে-কলমে এর প্রস্তাবক হিসেবে আছেন স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতা। তবে এর পেছনে ছাত্রলীগের সাবেক কয়েকজন নেতা রয়েছেন বলে জানা গেছে। একইভাবে রাজশাহীতে প্রস্তাবিত, তবে নাটোরে স্থাপনের শর্তে দেয়া হয়েছে 'রাজশাহী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি'। প্রধানমন্ত্রীর প্রভাবশালী এক উপদেষ্টার বন্ধু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোক্তা।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে বলেন, এটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রয়োজনে আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেয়া হবে। তিনি বলেন, অনেক প্রস্তাবনা জমা পড়েছে। ওইগুলোর মধ্যে যারা শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করবে না, মুনাফার লোভ নেই, ভালোভাবে চালাতে পারবে— এমন ব্যক্তিবর্গকে বিশ্ববিদ্যালয় করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেসব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেটাও বিবেচনায় অগ্রাধিকার পেয়েছে। তবে ঢাকায় আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হবে না।

উল্লেখ্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ ব্যবসার অভিযোগ পুরনো। এ অভিযোগও শক্তিশালী যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়া করা বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দিয়ে চালিয়ে থাকে। এর বাইরে বর্তমান সরকারের আমলে অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো এখনও তাদের কার্যক্রম শুরু করেনি। এ অবস্থায় নতুন অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কতটা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে— [illegible]